ভিন্‌দেশ ও ভিন্‌ আচরণ

(৭)

দিলরুবা শাহানা

মানুষ দেশ ছেড়ে দেশান্তরে যায় এ অনেক পুরোন সংবাদ। শুধু দক্ষিণের মানুষ উত্তরে যায় তা নয় উত্তরের দেশের লোকও দক্ষিণে যায় এটাও সত্য। গরমের দেশ ছেড়ে শীতের দেশে যেমন মানুষ যায়, উল্টোটাও ঘটে। অনুন্নত দেশ থেকে মানুষ উন্নত দেশেতো যায়ই আবার উন্নত দেশ থেকেও অনুন্নত দেশে যায়। কেন মানুষ দেশান্তরে যায় তার হাজার রকম কারন খুঁজলে পাওয়া যাবে। তবে দু'টো প্রধান বড় কারন হল কখনো স্বেচ্ছায় ও কখনো বাধ্য হয়ে।

স্বেচ্ছায় দেশান্তরী হতে মূলতঃ যা উদ্বুদ্ধ করে তা হল বেশী উন্নত সুযোগ সুবিধা, অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য, মেধাবিকাশের সুযোগ ও বেশীমুনাফা অর্জন ইত্যাদি।

বাধ্য হয়ে দেশান্তরে যায় মানুষ যুদ্ধবিগ্রহ ও সংকট থেকে পালিয়ে নিরাপদ জীবনের আশায়।

দু'ক্ষেত্রেই শেষপর্যন্ত কাঙ্খিত মোক্ষলাভ সবসময় হয়তো হয়না।

তবে যে কারনেই দেশান্তরী মানুষ হোক না কেন বেশীর ভাগ মানুষই গোপনে বুকের একান্তে ছেড়ে আসা দেশকে লালন করে। সেদেশ কখনো বসন্ত বাতাসে উচ্ছসিত কৃষ্ণচূড়া বা রাধাচূড়ার ফুলফুটিয়ে ধরা দেয় আবার কখনো উৎসবের সকালে মায়ের হাতে তৈরী মনমাতানো সুস্বাদু খাবারপূর্ণ টেবিল থেকে ভেসে সৌরভ হয়ে আসে, কখনো বা একুশের সকালে শিশির মেখে পায়ে শহীদমিনার থেকে বাংলা একাডেমীর বইমেলা হয়ে যায়। মানুষের অধিকারকে দু'ভাবে ভাগ করা যায় এক জন্মগত অধিকার, দুই অর্জিত অধিকার। দেশকে ভালবাসার অধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার। দেশ বলেই ভালবাসা ভাল বলে নয়।

বেশী আবেগ প্রকাশ হয়ে গেল নাকি? কি আর করা যাবে দেশের জন্য ভালবাসাতো নদীর মতো। এই নদীকে বাঁধ দিয়ে আটকানো যায়না, শর্ত মেনে ভালবাসা ধায়না। যদি শর্ত বেঁধে দেওয়া হয় যে, সেই দেশকে ভালবাসতে পারবে যে দেশ ছেড়ে যাবেনা বা উল্টোটাও হতে পারে, যে দেশ কিছু দেয়না সে দেশ ভালবাসা পাবেনা। হাস্যকর কথা, খোঁড়াযুক্তি অবশ্যই। জনপ্রিয় লেখক মুহম্মদ জাফর ইকবাল প্রফেসর মুহম্মদ ইউনূসের নবেলপ্রাপ্তি উপলক্ষে প্রথম আলোতে এক প্রবন্ধে লিখেছেন যে আজ দেশের বাইরে যারা তাদের জন্যে উঁনার করুণা হয়। লেখকের একযুগেরই বেশী সময় বিদেশবাসের অভিজ্ঞতাই তাঁকে নিয়ত বুঝিয়েছে বা অনুভব করিয়েছে করুণা কত অসহনীয়। আত্মসচেতন যারা তারা নিজেরাও নিজেদের শিকড়হীন অবস্থানে শিখরমুখী মহীরুহের মত দাড়িয়েও কখনো কখনো নিজেদের করুণা করে। তবুও বলবো দেশের জন্য ভালবাসা শর্তহীন। বলবো 'হানো যদি কঠিন কুঠারে'

তবুও দেশ ভালবাসা পাবে বারে বারে।

এতো যে ভালবাসা তারও বাঁধন ছিড়ে নাকি ঢিলেঢালা করে মানুষ দেশের বাইরে পা বাড়ায়।

যাই হোক ভিন্‌দেশে রোজগার ভাল হবেই এটা অবধারিত যেন। কথাটা সবক্ষেত্রে ঠিক নয়। বেশী রোজগার নয়, কম রোজগার করে তা থেকেই বেশী সঞ্চয়ের আশায় এক আমেরিকান মেয়ে আশির দশকের প্রথমদিকে বাংলাদেশে যায় এক উন্নয়ন সংস্থায় চাকরি নিয়ে।

পরিকল্পনা হল বেতনের চারভাগের একভাগ খরচ করলেই বাংলাদেশে রাজার হালে একবছর কেটে যাবে, বাংলাদেশ সস্তার দেশ। আমেরিকার মতো বেশী খরচ হবেনা এইকথা সে শুনেছে অনেক।

ঢাকায় এসে পৌঁছানোর পর ঐ সংস্থার একজন উচ্চশিক্ষিতা সহকর্মিনীর হাতে তাকে সপে দেওয়া হল প্রথম পর্যায়ে সাহায্য সহযোগিতার জন্য। আমেরিকান মেয়ে অকপটে তার পরিকল্পনার কথা খুলে বলে তার সাহায্য চাইলো।

প্রথমতঃ সে কোন বাংলাদেশী পরিবারের সাবলেট থাকতে চায় তাতে গোটা বাড়ী বা এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া তাকে গুণতে হবেনা।

দ্বিতীয়তঃ সে সস্তায় শালোয়ার-কামিজ কিনে তা পরে বাংলাদেশে দিন কাটিয়ে দিবে তাতে প্যান্ট শার্ট, গেঞ্জি স্কার্টের চেয়েও খরচ কম হবে।

আরো কথা সে বলেছিল যা অনুন্নত বা বাংলাদেশের মানুষ বিদেশে বললে মানায় বা অদ্ভুত লাগেনা।

বিদেশীরা কাজকর্ম জুটিয়ে অনুন্নত দেশে যায় কম খরচে আয়েসে থাকার জন্য। যোগ্যতা ওদের যাই থাকনা কেন যেদেশে যায় বেতন সে দেশের জীবনযাত্রার ব্যয়ের তুলনায় ভাল পায়। তার উপর আছে হার্ডশিপ বা হার্সনেস এ্যালাউন্স। অর্থের পরিমাণ নিজের দেশের চেয়েও কম হলেও তা দিয়ে পরিচারক- ড্রাইভার- দারওয়ান নিয়োগ করে জীবনের কিছুদিন রাজার হালে কাটিয়ে আসে। তারপরও নিজদেশের নানা জিনিসের জন্যে মন ওদেরও গৃহকাতর হয়।

তেমনি মাঝবয়সী এক অষ্ট্রেলীয় মহিলা বাংলাদেশের সিলেটে যান খুব সম্ভবতঃ এফ আই ভি ডি বিতে কাজ করার উদ্দেশ্যে। যাওয়ার আগেই ব্রিফিং সেসনে তার প্রশ্ন ছিল সারাদিন কাজকর্মে কাটাবে অবশ্যই, তবে সন্ধ্যা হলে সিলেটে নাইটক্লাবে যেতে পারবেন কিনা?

এই মহিলা তার নিজের দেশের টানে বাংলাদেশে বেশীদিন থাকতে পারেন নি। দেশ মানুষকে বিভিন্নভাবে টানবেই। এই চিরন্তন সত্য।

বাংলাদেশের বা ইন্ডিয়ার লোকজন আছেন নানা কাজকর্মে ব্যস্ত। কারোর পেশাগত সাফল্য এসেছে, কারও অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে। তারপরেও প্রায় সবাই নিজদেশে ফেলে আপনজনতো অবশ্যই এমন কি গৃহকাজে সাহায্যকারীর জন্যও মন খারাপ করেন কখনো কখনো। যে ব্যক্তি অর্থনৈতিক অস্বাচ্ছন্দ্যে থাকলেও নিজের হাতে অনেক কাজই করতেন না। সেই ব্যক্তি সব কাজ নিজহাতে করে দক্ষ হওয়ার পাশাপাশি কাজের মানুষের শ্রমের প্রতি গভীর সহানুভূতিশীলও হয়ে উঠেন ধীরে ধীরে।

শ্রমে ঘামে একাকার হয়ে গাড়ী ধোয়া, ঘাসকাটা, টয়লেট পরিস্কারের মত কাজ নিজে হাতে করতে করতে যার কথা মনে হয় সে বাড়ীর কাজের বুয়া বা কাজের ছেলের কথা। পয়সা খরচ করলে গাড়ী ধুয়ানো যায়, ক্লিনার এসে ঘরদুয়ারও পরিস্কার করে দিয়ে যাবে অবশ্যই। তবে গাড়ী ধুনেওয়ালার সাথে কোন সম্পর্কতো দূরে থাক কথাবলারও দরকার হয়না। আর ক্লিনার এসে বাড়ীঘর ঝকঝক তক্‌তক্‌ করে দিয়ে যায় যখন মালিক বাড়ীতে থাকেন না। আমাদের দেশে কাজকর্মে সাহায্যকারীর সাথেও আপনজনের মতো সম্পর্ক হয়ে যায়।

বুয়ার ছেলেকে চাকরী দেওয়া, মেয়ের বিয়েতে যথাসম্ভব সাহায্য করা এযেন আমাদের জন্মগত আচার। ওরাও ভালবেসে শেষ করতে পারেনা।

সেইসব ভালবাসা ধরে রাখার আকাঙ্খাতেই হয়তো ক্লিনারের পেছনে টাকা খরচ না করে নিজ দেশের বুয়ার জন্যও উপহার নিয়ে যাওয়া হয়। বিষয়টা যতো সরলভাবে বর্নিত হচ্ছে ততো সহজসরল নয়। ঐ সব উপহারসামগ্রী দেখে চারপাশে স্বজনপরিজনেরা ভাবে বিদেশে টাকা উড়ে বেড়ায় সেই টাকা ধরে ধরে এরা এতোসব জিনিস কিনে এনেছে। সেই টাকা ধরার পেছনে যে কষ্ট সে কথা ক'জন বুঝবে।

আমেরিকান মেয়ে যায় বংলাদেশে তেমনি বাংলাদেশের শিক্ষিত তরুণ রুজীরোজগারে ব্যর্থ হয়ে জমিজমা বেচে পারি দেয় বিদেশে। এই গল্পও সবার জানা। তবে সফল জ্ঞানীগুণী, বিজ্ঞানী বিদেশে যারা নিজের দেশের মুখ উজ্জল করেছেন তাদের কথা জানে সবাই, লেখায়, আলোচনায় উচ্চারিত হয় তাদের নাম।

সাধারন সেই যুবক যারকথা তেমন করে কেউ জানতে চায়না। সে দেশের মুখ ঐ অর্থে আলোকিত করতে না পারলেও পরিবারকে আলোকিত করেছে আপন স্বেদঝরানো শ্রমের বিনিময়ে। যে মায়ের তৈরী খাবার খেয়ে, বোনের ধোয়া পরিস্কার জামাকাপড় পরে চাকরী খুঁজতে বেরুতো সেই এখন নিজের হাতে সব করে বিকেলে যায় ফ্যাক্টরীতে কাজে। ফেরে চাঁদ যখন ঢলে পড়ে আকাশের অলিন্দে। দিন-সপতাহ, মাস-বছর কেটে গেল কত। রোজগার মোটামুটী। আরামআয়েস ঝেরে ফেলে সঞ্চিত অর্থ প্রেরিত হয় দেশে। আমেরিকান মেয়ের মত ভিন্‌দেশে রাজার হালে জীবন কাটেনা। তবে ঐ অর্থে দেশে আপনজনের স্বাচ্ছন্দ্য হয়। স্বচ্ছলতা মানুষকে শুধু স্বাচ্ছন্দ্যই দেয়না সাথে সাথে কারো কারো চোখে সম্মানিতও হয়ে উঠেন তারা এটা পর্যবেক্ষিত সত্য। ভিটাতে ইটের দালান, পুকুরে মাছের চাষ, টিভি, ফ্রিজ, মাইক্রোওয়েভ সবই অন্যান্য সবার চোখে সমীহ জাগায়। তবে সাধারন মানুষের ভালবাসা পায় উজার করে যখন তার প্রেরিত অর্থে বিরাট গরু কোরবানী দিয়ে সমস্ত মাংশ গ্রামের গরীবদুখীকে বিলিবন্টন করা হয়। এই গ্রামের আলোবাতাসে সে বড় হয়েছে। গ্রামেরও দাবী তার উপর। দাবী মিটায় সে দুখীদের মুখে একদিনের জন্যে হলেও হাসি ফুটিয়ে। যে দেশে মামাচাচার অভাবে নিষ্ঠুরের মত উপেক্ষিত হয়েছে সে, সেই দেশই তার ভালবাসা। সেই গ্রামই তার প্রেরনা।